ইত্তেফাক

তারিখ ... ১/৩/৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ৪ ...

0--053

এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী ৪ লক্ষাধিক

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

পুরাতন সিলেবাসের অধীনে শেষ পরীক্ষা হওয়ার কারণে চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা প্রায় আটচল্লিশ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে দেশে এক বছরের ব্যবধানে এস.এস.সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এমন হারে বৃদ্ধি পাওয়ার নজির নাই।

আগামী ৮ই মার্চ হইতে সারাদেশে ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর এই চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডের অধীনে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে এই পরীক্ষা শুরু হইতে যাইতেছে। পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নাই।

কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে চারিটি শিক্ষাবোর্ডে

(৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী

(১ম পৃঃ পর)

মোট প্রায় ১ লাখ ৩২ হাজার পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বছর পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ৭৩ হাজার। চলতি বছরে উহা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৪ লাখ ৫ হাজার-এ। উল্লেখ্য যে, আগামী বছর যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে উহা ১৯৮৩ সন হইতে শুরু করা নূতন সিলেবাস অনুসারে। সর্বোচ্চ হারে পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পাইয়াছে যশোর বোর্ডে—গত বছর ছিল প্রায় ৫৯ হাজার ৩ শত, এ বছর দাঁড়াইয়াছে ৯২ হাজার ৯ শত-এ। ঢাকা বোর্ডে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার, গত বছর ছিল প্রায় ৮২ হাজার ৩ শত। কুমিল্লা বোর্ডে গত বছর ছিল প্রায় ৬৭ হাজার ৫ শত, চলতি বছর ৯৬ হাজার ২ শত। রাজশাহী বোর্ডে এইবার পরীক্ষার্থী হইতেছে প্রায় ৯৪ হাজার ৪ শত আর গত বছর ছিল প্রায় ৬৪ হাজার ৩ শত। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, পুরাতন সিলেবাসে এইবারই শেষ এস, এস, সি পরীক্ষা হওয়ার ফলে বিভিন্ন স্কুলে পাইকারীহারে পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পাইয়াছে, উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনেক বিদ্যালয় লিখিত-অলিখিত অনেক ফিস-এর বিনিময়ে প্রচুর সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে তালিকাভুক্ত করার জন্য ফরম 'ফিল আপ' করিয়া পাঠাইয়াছে এবং এইভাবে অস্বাভাবিক হারে পরীক্ষার্থী বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশ্নপত্র ছাপা ও প্রশ্নপত্র তৈরী করার জন্য কাগজ ও মুদ্রণ সংকট দেখা দেয়। বোর্ডগুলিকে কাগজের জন্য বিভিন্ন কাগজ কারখানায় ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। গত সেপ্টেম্বর মাসে সম্ভাব্য পরীক্ষার্থী সংখ্যা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নিকট চাওয়া হইলে তাহারা যে সংখ্যা জানায় উহা পরে সকল ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে বার বার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে হইয়াছে বোর্ডগুলিকে।

ঢাকা বোর্ডে একটি উপজেলা ব্যতিরেকে সকল উপজেলা সদরে পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, অবশ্য ইহা ছাড়াও কেন্দ্র রহিয়াছে। এই বোর্ডে মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১ শত ৩৪টি, রাজশাহীতে কেন্দ্র সংখ্যা ১ শত ২৮।